তারিখ 20 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

007

ওয়াকফ সম্পত্তি ও গণশিক্ষা

—সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী

(অবসর প্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার)

ইনকিলাবসহ অন্যান্য পত্রিকায় ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবহার এবং পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে দেখে বেশ আনন্দিত হয়েছি। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মসজিদবিহীন গ্রাম খুব কমই আছে এবং উক্ত মসজিদ ও তদসংলগ্ন জায়গা ছাড়াও মসজিদের খরচের জন্যও বেশ কিছু মূল্যবান জায়গা ওয়াকফ করে দেয়া আছে। প্রায় শতাধিক বর্ষ পুরাতন উক্ত প্রকার ওয়াকফ সম্পত্তি মোতাওয়াল্লীদের অধীনে আছে এবং মসজিদের উন্নতির চেয়ে মোতাওয়াল্লীদের উন্নতির জন্যই বেশী ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি কোন কোন জায়গার মোতাওয়াল্লীরা উক্ত জমি নিজ স্বার্থে হস্তান্তর করে ফেলেছেন।

এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান সরকার এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন যাতে বাংলাদেশের গ্রামের ওয়াকফ সম্পত্তির একটি সু-ব্যবস্থা হতে পারে। এখনও অনেক লোক আছেন মসজিদের জন্য মসজিদ সংলগ্ন মক্তবের জন্য এবং এতীমখানার জন্য মূল্যবান সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন।

এ সম্পর্কে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের শিক্ষার মান অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরেও জনশিক্ষা বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন স্থায়ী সুফল পাওয়া যায়নি। ভারত বিভাগের পূর্বে জনশিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করা হয় আসাম প্রদেশে উনত্রিশ-ত্রিশ দশকে শিক্ষা বিভাগের অধীনে দুইজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে। ১৯৫৪ ইংরেজীর শেষ পর্যন্ত আমি জনশিক্ষা অফিসার, সিলেট এই পদে কাজ করি।

আমি সিলেটে জনশিক্ষা অফিসার থাকাকালীন আমার সঙ্গে দেখা করেন সোনাতলার সরপঞ্চ সাহেব বলে পরিচিত একজন পরহেজগার ভদ্র লোক। সিলেটের অনতিদূরে সিলেট-বাদাঘাট পাকা রাস্তার উপর পুরাতন পাকা মসজিদ বিশিষ্ট একটি গ্রাম এই সোনাতলা। আমরা সমবয়সী। তিনি বোধহয় এখনও বেঁচে আছেন। অশীতিবর্ষ অধিক বয়সের লোক আমরা। তিনি আমার সঙ্গে পরাপর্শ করার অনুরোধ জানালে আমরা আলোচনায় বসে জানতে পারি যে, তিনি গ্রামের জনকল্যাণ কাজে সাহায্য করেন। কারণ, লোক তাকে বিশ্বাস করে এবং নানাপ্রকার সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য গ্রামবাসীদের কিছু টাকাও তার নামে পোষ্ট অফিসে জমা আছে। তিনি আমাকে বলেন যে, আমরা এ কাজ মসজিদ ভিত্তিক করি না কেন? কারণ তিনি আমাদের কর্মসূচী সম্বন্ধে কিছু খবর নিয়েছিলেন। গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা যখন মসজিদে যায় তখন তাদের চিঠি লেখা, চিঠি পড়া ও সাধারণ টাকা পয়সার হিসাব ইমাম সাহেবরাই শিক্ষা দিতে পারেন। সুবিধা হল গ্রামের ছেলেমেয়েরা মসজিদে আসতে বাধ্য হয় ধর্মীয় শিক্ষার জন্য। সুতরাং বাংলায় এই সামান্য কাজ ইমাম সাহেবরাই করতে পারেন। আমি তার সঙ্গে পরামর্শ করে মসজিদে ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য তার বাড়ীতে এ

৪-এর পৃঃ দেখুন

ওয়াকফ সম্পত্তি

৫-এর পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনায় একটি কাজ আরম্ভ করে বেশ সুফল পাই। পরে আমি জানতে পারি যে, সেখানকার কাজ বহুদিন ভালভাবে চলেছে এবং শিক্ষিতের হার উক্ত এলাকায় দিন-দিন বাড়ছে।

তাই আমরা যদি গণশিক্ষা এবং গ্রাম বাংলার যথার্থ উন্নতি করতে চাই, তা হলে জনকল্যাণমূলক নগর ও শহর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহদান করা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার এবং আমাদের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় যদি "মদজিদ-ওয়াকফ" সম্পত্তি যা অবাঞ্ছিত মোতাওয়াল্লীদের দখলে রয়েছে তা উদ্ধার করে মসজিদ ভিত্তিক জন শিক্ষার উন্নতিকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে অতি সহজেই আমাদের দেশের জনশিক্ষার প্রসার লাভ সুনিশ্চিত হতে পারে এবং কোরানিক আদেশ "ইকরা"-র তাৎপর্য উপলব্ধি করার সুযোগও আমরা পেতে পারি।